রীতিগত অভিনবত্ব ও কিংবদন্তীর সার্থক সমাবেশ মাকড়চন্ডীর পঞ্চম দোলোৎসব

মিঠু ঘোষাল

হাওড়া জেলার মাকড়দহ গ্রামে ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার পর পঞ্চমী তিথিতে ১২২৮ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে পঞ্চম দোল উৎসব। এই উৎসব খুবই বিখ্যাত। এই উপলক্ষে মেলা বসে,লক্ষ মানুষের সমাগম হয়,স্থানীয় জীবনে আলোড়ন ওঠে। কিন্তু, উৎসব তথা মেলা প্রসঙ্গে একটু পরে আসা যাবে। তার আগে আলোচনা করা যাক কিছু অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে।-

এই গ্রামের কিছ পুরানো দলিলে গ্রামটিকে 'রামেশ্বর বাটি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জানা যায় যে কোনা গ্রামের রামেশ্বর চৌধুরী মহাশয় কয়েকটা গ্রাম লাভ করে এখানে এসে চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় এখানে তথাকথিত উচ্চ বংশীয় হিন্দুদের সংখ্যা খুব কম ছিলো। তাই তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে বহু বিশিষ্ট পরিবারকে এখানে বসবাস করার সুযোগ করে দেন(ব্রয়োত্তর,নিষ্কর, চাকরাণ প্রভৃতি নানা দানপত্র ইত্যাদি তার সাক্ষ্য বহন করছে) । বলাই বাহুল্য যে, গ্রামটির 'রামেশ্বর বাটি' নাম হয়েছিলো এই রামেশ্বর চৌধুরী মহাশয় - এর নাম থেকেই। এমনিতে গ্রামটির নাম ছিলো মাপুরদহ। তবে সে পরের কথা। প্রথমে কিন্তু,এই গ্রাম পরিচিত ছিলো 'মাতৃপুর' নামে। তবে স্থানীয় মানুষ একে ডাকতো 'মা - পুর' নামে। যা কিনা ছিলো 'মাতৃপুর'এর অপভ্রংস। কিন্তু ,মাপুর কী করে মাপুরদহ হল, সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই মুখ খোলার সুযোগ পেয়েছে কিংবদন্তী। কথিত আছে যে, সরস্বতী নদী আগে গ্রামটিকে বলয়ের মতো ঘিরে প্রবাহিত হত। ক্রমশ তা মজে গিয়ে হ্রদ বা দহে পরিণত হয়। আর তার থেকেই উৎপত্তি ঘটে 'মাপুরদহ'নামটির। অর্থাৎ পূর্বতন 'মাপুর'এর সংগে যুক্ত হয়ে যায় 'দহ' শব্দটি। এখন, এই কাহিনীতে হয়তো ইতিহাসের কিছুটা হলেও গন্ধ লেগে থাকতে পারে। কিন্তু,'মাপুরদহ'-এর 'মাকড়দহ'-তে পরিণত হওয়ার গল্পটা যে নিছকই একটা গল্প,সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই,থাকতেও পারেনা। - দেবী চন্ডীর বাহন একটি কুমির অর্থাৎ মকর নাকি প্রাচীনকালে বসবাস করতো দেবীমাকড়চন্ডীর মন্দিরের সামনের সরস্বতীনদী গর্ভে। তাকে কেন্দ্র করে গ্রামের নাম হয়ে যায় ক্রমশঃ 'মকরদহ'--'মাকড়দহ।' অবশ্য এই নামকরণের নেপথ্য কারন হিসাবে আরও দুটি কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রথমটি হল এই যে- প্রাচীন মকরসংক্রান্তী উৎসবের সমস্ত কৃত্যের অনেকটাই মাকড়চন্ডীর মন্দিরে আজও পালিত হয়। তাই মকরসংক্রান্তীর সঙ্গে দেবী চন্ডীকে যুক্ত করে পরবর্তীকালে 'মাকড়চন্ডী' নামটির উৎপত্তি ঘটানো হয়েছে।

আর,দ্বিতীয়টি হচ্ছে- মার্কন্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রী চন্ডীকে উপলক্ষ্য করেই সৃষ্টি হয়েছে 'মাকড়চন্ডী' - এই বিশেষ শব্দটির।

যাইহোক,এবার আসা যাক, গ্রামে দেবীর প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে। কিংবদন্তী তার স্বমহিমা নিয়ে বিরাজ করছে এই স্থান জুড়েও।- শ্রীমন্ত সদাগর এই স্থানটির রূপে মুগ্ধ হয়ে এখানে কিছু দিন বসবাস করেছিলেন। এবং,অভ্যাস মতো নিজ অভীষ্ট দেবী শ্রীশ্রীচন্ডীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন(যদিও মঙ্গলকাব্যের কোনও গ্রন্থ সহ কোথাও এর সমর্থনে একটাও কথা লেখা

নেই)। অবশ্য, বর্তমান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বাংলা ১২২৮ সনে।

এই মন্দিরটি তৈরী করিয়েছিলেন মহিষাড়ীর জমিদার কুন্ডু চৌধুরী বংশীয় রামকান্ত কুন্ডু মহাশয়(মন্দিরের স্থপতির নাম ছিলো রামকানাই দাস)। কারন, রামেশ্বর চৌধুরী মহাশয়ের জমিদারী এক সময় মহিষাড়ীর কুন্ডু চৌধুরী বংশীয়রা কিনে নিয়েছিলেন। আজও ঐ মহিষাড়ীর কুন্ডু চৌধুরী বংশীয়রাই দেবীর নিত্য পূজার ব্যয় ভার বহন করে চলেছেন। তবে, রামেশ্বর চৌধুরী মহাশয় চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠা করার পর তথা,দেবী মাকড়চন্ডীর পূজার অধিকার লাভ করার পর অনেক সন্ধান করে শেষ পর্যন্ত বালী থেকে যে কাশ্যপ বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে এনে মন্দিরের সেবাইত নিয়োগ করেছিলেন,জমিদারীর হাত বদল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বংশধররাই আজও দেবীর সেবা করে চলেছেন। সেখানে কোনও পরিবর্তন কুন্ডুচৌধুরীরা করেননি।

দেবী মূর্তির সঠিক বয়স কেউ জানেনা,তবে তা যে পাঁচশো বছরের কম নয়,তা নিশ্চিত ভাবেই প্রায় বলা যায়।

দেবীর মূর্তি উর্দ্ধভাগে সিন্দুর চক্ষু বিশিষ্ট একটি শিলাখন্ড বিশেষ। কারন হিসাবে কিংবদন্তীর বক্তব্য এই যে,আগে দেবীর মূর্তির আকার ছিলো খুবই বিশাল। তাই পুরোহিতকে মই-এ চড়ে পূজো করতে হত। তাই সে একদিন বিরক্ত হয়ে দেবীকে খুব তিরস্কার করে। রাগ করে দেবী পাতালে ঢুকে যেতে শুরু করেন। তখন, ঐ পুরোহিতই কেঁদে কেটে তাঁর পাতাল-প্রবেশ বন্ধ করেন। তবে,বর্তমান অংশটুকুই ওপরে অবশিষ্ট থেকে যায়। বাকি চলে যায় পাতাল গহ্বরে।

যাক,এবার আসি আসল প্রসঙ্গে।- বলাই বাহুল্য যে কিংবদন্তীর গন্ধ মাখানো রয়েছে সেখানেও। - পঞ্চম দোল উৎসবের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন স্বয়ং দেবী মাকড়চন্ডীই- স্বপ্নাদেশ প্রদানের মাধ্যমে। দোলোৎসবের আগের রাতে মন্দিরের পিছন ভাগের জলাভূমিতে চাঁচর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চাঁচর উপলক্ষে রাত ১২টা থেকে শুরু করে প্রায় ভোর অবধি আতস বাজি পোড়ানো হয়। পঞ্চমী তিথিতে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলে দেবদোল(এক্ষেত্রে শুধুমাত্র আবির ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করা হয়না),দেবীর পূজা,অন্নভোগ ইত্যাদি। উৎসবের পরিসমাপ্তী ঘটানো হয় সন্ধ্যারতি,ভাগদানের মাধ্যমে। দেবীকে অভিনব ভাবে মানত দেওয়া হয় প্রধানতঃ রসবড়া নামের বিশেষ ধরণের এক মিষ্টি(কেউ কেউ আবার ছাগলও মানত করে থাকেন। এমনিতে অবশ্য ছাগ বলি দেওয়ার রেওয়াজ নেই এখানে)।

পঞ্চম দোলোৎসব উপলক্ষ্যে বাংলা ১২৫২সন থেকে মেলা বসে। পক্ষকাল ধরে এই মেলা খুবই বিখ্যাত। মেলায় দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষের সমাগম হয়। দেশের সর্বস্তরের মানুষই এতে যোগদান করেন। এমন কি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনও বাদ যাননা। হাওড়া শহর থেকে ৭মাইল দূরে অবস্থিত বর্ধিষ্ণু গ্রাম মাকড়দহের বিখ্যাত পঞ্চম দোলের মেলায় দলে দলে যোগ দান করে তাঁরা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা জ্ঞাপন করেন। মাদুর শিল্পী সহ কুটীর শিল্পীরা ও অন্যান্যরা পসরা নিয়ে বসেন। মন্দির সংলগ্ন ময়দানে সপ্তাহকাল ধরে রোজ রাতে নাচ,গানের আসর বসে। পঞ্চমী তিথির৩দিন পরে অন্নসত্র

অনুষ্ঠানে হাজার দশেক মানুষ অন্নভোগ পান।

তবে,লক্ষ লোকের এই মিলন মেলার প্রধান আকর্ষণ নিহিত রয়েছে অন্যত্র। -- আর,সেটা হল এই যে, এখানে,বহু মানুষের সামনে সারা রাত ধরে বহু টাকার বাজি পোড়ানো হয়। এবং,বাজিতে আগুন লাগানোর রীতিটি একেবারেই অভিনব।-- প্রকাশ্য জায়গায় রাখা হয় তিনটি বড় পিতল নির্মিত কলসি। এবং,দর্শক সাধারণকে অনুরোধ করা হয় কলসিগুলোতে পয়সা ফেলার জন্য। কলসিগুলো পয়সায় পুরোপুরি ভরে যাওয়ার পর অগ্নি সংযোগ ঘটানো হয় বাজিতে। প্রতিবারই রাত দেড়টার আগে বাজি পোড়ানো আরম্ভ করা সম্ভব হয়না।

এই,অভিনব রীতির পশ্চাদপট্ সম্পর্কে কিছু জানা যায়না। তবে মনে হয়,মানুষকে আনন্দযজ্ঞে সামিল করা,সম্পূর্ণ ভাবে সম্পৃক্ত করে নেওয়াই এর উদ্দেশ্য। আসলে আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ নিজেই তো এই পৃথিবীর বুকে আবহমানকাল ধরে চলে আসা একটি বৃহত্তর মিলনমেলা,এক অপূর্ব আনন্দযজ্ঞের নাম। তাই,'মিলিব মিলাব'ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত যে কোনও কিছুরই 'মেন থিম'তথা প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

মিঠু ঘোষাল।
গভর্ণমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং এস্টেট। ব্লক- কিউ। ফ্ল্যাট নম্বর-১৩।
বজবজ।কলকাতা-৭০০১৩৭। ফোন নম্বর- ০৩৩২৪৯২৪৩৪১,০৩৩২৪৭০-৩৬৩৭। মোবাইল নম্বর- ৯২৩১৮১১৫৩৬।

মাকড়চন্ডীর পঞ্চম দোলোৎসব